দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 03 DEC 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

হীরক জয়ন্তী □ শামসুজ্জামান খান

জাতির মননের প্রতীক বাংলা একাডেমি

১৯৪৭ সালে ধর্মভিত্তিক স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টির পরই পূর্ব বাংলায় শুরু হয় বাঙালির জাতিসত্তা ও মাতৃভাষার অধিকারের ওপর আক্রমণ। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ১৯৪৮ সালে ঢাকায় এসে রমনা রেসকোর্স ময়দানে (এখনকার সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যান) বলেন : 'Urdu and only urdu shall be the state language of Pakistan.' এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্ররা চিৎকার করে বলেন : 'No, No.' সেই মুহূর্তে পূর্ব বাংলায় রোপিত হয় বাঙালি জাতিসত্তা, বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা এবং বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার বীজ; ধাপে ধাপে সমান্তরালভাবে নানা ঐতিহাসিক লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে বিকশিত হয় বাঙালির হাজার বছরের স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম। বাঙালির মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলন ১৯৪৮-এ শুরু হয়ে ১৯৫২-এ ছাত্র-জনতার মরণপণ সংগ্রাম ও আত্মবলিদানের মাধ্যমে ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের সূচনা হয়। এর পরই ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানি সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে বাঙালি তার ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য ও নিজস্ব জাতিসত্তাভিত্তিক একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠনের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে অগ্রসর হতে থাকে। এই লক্ষ্য পূরণে ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনে এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত হয় রাজনৈতিক মোর্চা: 'যুক্তফ্রন্ট'। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচন ইশতেহারের ১৬নং ধারায় 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা, উন্নয়ন' প্রচার এবং প্রসারের জন্য বাংলা ভাষার একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। ঐ নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক সরকারি দল মুসলিম লীগকে ভূমিধস বিজয়ে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে। বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠা বাঙালির জাতিসত্তা, নিজস্ব রাষ্ট্র গঠন ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পরবর্তীকালে এরই ধারাবাহিকতায় নানা পর্বের সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাই বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাসেরই একটি অংশ। কারণ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বাংলা একাডেমির গঠন এবং কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের অনন্যতা এজন্যই। রাষ্ট্রের গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরার অংশ হিসেবে কোনো জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গড়ে ওঠার এমন ওতপ্রোত সংশ্লিষ্টতা বাংলাদেশের আর কোনো প্রতিষ্ঠানের নেই। এজন্যই 'বাংলা একাডেমি বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রতীক'। বাংলা একাডেমিকে তাই শুধু 'জাতীয় মননের প্রতীক' বললে এর সংগ্রামী ইতিহাসকে অস্পষ্টতার আবরণে ঢেকে দেয়া হয়।

বাংলা একাডেমি তার গৌরবময় ষাট বছর অতিক্রম করছে। এই দীর্ঘকাল অতিক্রম করার ব্যাপার কিন্তু কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। বাঙালি সংগঠন গড়ে কিন্তু তা বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারে না। সেদিক থেকে বাংলা একাডেমির ষাটবছরে পদার্পণ বাঙালির সংগঠন-প্রতিভার অন্য একটি দিকেরও এক চমৎকার নজীর। এই ষাট বছরে বাংলা একাডেমি কী করেছে, কী করেনি এবং আরও কী করতে পারত সে বিচার করবেন সুধীসমাজ। আমরা গভীর আস্থার সঙ্গে বলতে চাই, বাঙালি জাতির জাতিসত্তার বিজ্ঞানভিত্তিক বিকাশ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনাকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি কিছু ক্ষেত্র বাদে সচেতন ও সতর্ক থেকেছে। শত্রুপক্ষও এদিকে লক্ষ্য রেখেছে। আর সেজন্যেই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাত্রির প্রথম প্রহরেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী একাডেমির সংস্কৃতি বিভাগের ওপর কামানের গোলাবর্ষণ করে। এতে প্রমাণিত হয় বাংলা একাডেমি বাংলা, বাঙালিত্ব এবং বাঙালি সংস্কৃতির সংরক্ষক হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গেই তার দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

বাংলা একাডেমি বিশ শতকে আধা-ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসকদের বাঙালি সংস্কৃতিবিরোধী নিপীড়নের মধ্যেও বাঙালির স্বকীয় সংস্কৃতির বিকাশে যতটা সক্ষম হয়েছিল একবিংশ শতকে স্বাধীন বাংলাদেশে তাকে আরও সময়োপযোগী গভীরতর মাত্রা প্রদানের লক্ষ্যে আমরা নানা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্মসূচি এবং সৌধপ্রতিম পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ায় বাংলা একাডেমি এখন দক্ষিণ এশিয়ার এক অনন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি-গবেষণার সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন : ২০০৯-২০১৫

গত শতকের ঐতিহ্যবাহী বর্ধমান হাউস আর জরাজীর্ণ প্রেস ভবন নিয়ে গড়া একাডেমির জায়গায় এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নান্দনিক আটতলা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রশাসন-ভবন; আর তার সঙ্গে সংযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তন ও কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষ। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনের মতো এমন নিখুঁত শ্রুতিগুণসম্পন্ন উন্নত সুযোগ-সুবিধাযুক্ত অত্যাধুনিক মিলনায়তন ঢাকায় নিতান্তই বিরল। এই মিলনায়তনের পূর্বদিকের সুপরিকল্পিত স্থাপত্যবিন্যাস যেমন সাহিত্যিক-শিল্পী এবং সংস্কৃতিকর্মীদের আলাপচারিতা ও আড্ডার এক প্রিয় অঙ্গনে পরিণত হয়েছে তেমনি তার সঙ্গে সংযুক্ত পুকুরটির অবস্থান গোটা পরিবেশকে করেছে নান্দনিক।

বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বইপত্র বিক্রয়ের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসমৃদ্ধ কোনো ভবন একাডেমিতে ছিল না। বিদ্যমান পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্রে ক্রেতাসাধারণ নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। একাডেমির বিপুলসংখ্যক প্রকাশনা বিক্রির জন্য তাই আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন একটি প্রশস্ত পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র প্রয়োজন ছিল। এ লক্ষ্যে একাডেমি প্রাঙ্গণে নির্মিত হয়েছে পাঁচতলা ড. মুহম্মদ এনামুল হক ভবন। এই ভবনে থাকবে

আধুনিক পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র; লেখক ক্লাব এবং আমন্ত্রিত বিদেশি স্কলার বা বক্তাদের জন্য অতিথি কক্ষ, ক্যান্টিনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। এর দোতলায় এল-শেইপের বড় পরিসরের উন্মুক্ত করিডোরে বসে লেখক-শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মীরা বইমেলার সময় গোটা অঙ্গনটিই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন এবং জমাটি আড্ডার জন্যও করিডোরটি হবে আকর্ষণীয়। ঢাকার উত্তরায় একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নির্মিত হয়েছে ১৩ তলাবিশিষ্ট দু'টি আবাসিক ভবন।

গবেষণামূলক কার্যক্রম : আমরা ইতোমধ্যে বাংলা ভাষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়নের কাজটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। ১১৩ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশ চন্দ্র সেন এই কাজটি শুরু করেছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীল সংস্কৃতি শাস্ত্রীদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ বাধায় সে কাজটি সম্পন্ন করতে পারেননি। দুই খণ্ডে প্রকাশিত এই প্রমিত ব্যাকরণগ্রন্থ এবং সাধারণ পাঠকের জন্য তার ব্যবহারিক সংস্করণ বাংলা একাডেমির গবেষণাকর্মের এক সৌধপ্রতীম সংযোজন।

বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান : বাংলা ভাষায় নানা ধরনের অভিধান প্রণীত হয়েছে। কিন্তু এ যাবৎ কোনো বিবর্তনমূলক অর্থাৎ নবম-দশম শতাব্দী থেকে একাল পর্যন্ত বাংলা ভাষার যে বিবর্তন ঘটে চলেছে তার পরিচয়জ্ঞাপক শব্দভাণ্ডার বা অভিধান এখন পর্যন্ত প্রণীত হয়নি। এই অপূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রেখেই বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান প্রণয়নের প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। বিগত কয়েকশ' বছরে বাংলা ভাষায় কোন শব্দ, কখন কোন লেখকের সৃষ্টিকর্মে ব্যবহৃত হয়েছে তা চিহ্নিত করাই এই অভিধানের লক্ষ্য। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থান্তর, সংকোচন, সম্প্রসারণ বা একেবারে ভিন্ন অর্থের ব্যবহার দেখানোই এই অভিধানের অন্বিষ্ট। এই কাজ অত্যন্ত জটিল, সময়সাপেক্ষ এবং বিপুল অর্থব্যয় নির্ভর। ফলে এখন পর্যন্ত পশ্চিম বাংলা, বাংলাদেশ বা বাংলাভাষী কোনো অঞ্চলেই এ ধরনের বিশাল অভিধান প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান সরকারের অর্থানুকূল্য এবং আমাদের দৃঢ় ইচ্ছার ফলেই ভাষাবিদ পণ্ডিত ড. গোলাম মুরশিদের নেতৃত্বে একদল তরুণ গবেষক ও ভাষাবিজ্ঞানী এই বিশাল কাজটি করতে সক্ষম হয়েছেন। এ ধরনের অভিধান বাংলা ভাষায় এই প্রথম। অভিধানটি ৩ খণ্ডে ৩০০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপাদান ইউনেস্কোর Intangible Cultural Heritage of Humanity-র প্রতিনিধিত্বমূলক তালিকায় অন্তর্ভুক্তি

বাংলাদেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক উপাদান ইউনেস্কোর Intangible Cultural Heritage of Humanity-র প্রতিনিধিত্বমূলক তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের (element) ওপর ৫টি প্রশ্নের তথ্যভিত্তিক উত্তরসম্বলিত ইউনেস্কোর নির্ধারিত ফরমে নমিনেশন ফাইল প্রেরণ করার বিধান রয়েছে। এই কাজের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব সুরাইয়া বেগম, বাংলা একাডেমির সচিব মোঃ আলতাফ হোসেন, বাংলা একাডেমির জাদুঘর ও ফোকলোর-উপদেশক ড. ফিরোজ মাহমুদ, পরিচালক শাহিদা খাতুন এবং মহাপরিচালক এই কর্মসূচির অধীনে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জামদানী বুনন শিল্পের ফাইল প্রস্তুত করে ইউনেস্কোর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করেন। বাংলাদেশের প্রস্তুতকৃত ফাইল পদ্ধতিতে করা হয়েছে বলে ইউনেস্কো থেকে জানানো হয় এবং ২০১৩ সালের ২-৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ৮ম Intergovernmental Committee-র অধিবেশনে তা উপস্থাপন করেন। ওই সভায় তা Intangible Cultural Heritage of Humanity হিসেবে বিশ্ব স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলা একাডেমির উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের জামদানীর এই স্বীকৃতি আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের।

বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস প্রণয়ন : ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে চারটি মৌল রাষ্ট্রনীতির ভিত্তিতে দক্ষিণ এশিয়ায় একেবারেই নতুন ধরনের বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দু-আড়াই হাজার বছরে নানা দেশি-বিদেশি জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়, সহাবস্থানের পটভূমি নির্মাণ ও পরমতসহিষ্ণু মানবতাবাদী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিকাশ ধারায় বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসকে নতুন করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বলে আমরা মনে করি। এই লক্ষ্যেই চারখণ্ডে বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও নতুন প্যারাডাইমে (paradigm) তা উপস্থাপনের প্রাথমিক গ্রহণ করা হয়েছে। এই খণ্ড সম্পাদনার দায়িত্বে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ও প্রাচীন বাংলার ইতিহাসবিষয়ক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আব্দুল মোমিন চৌধুরী। মধ্যযুগের ইতিহাসের খণ্ডটি বিষয়েও একইরকমভাবে কাজ চলছে। তবে সর্বশেষ মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার খণ্ডটি চারপর্বে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই খণ্ডের সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক অজয় রায়। এই খণ্ডের চারটি পর্ব ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ : লোকজ সংস্কৃতি বাংলাদেশের সংস্কৃতির মূলভিত্তি। সেজন্যই আমাদের সংস্কৃতির নবরূপায়ণের লক্ষ্যে হাজার বছরের প্রবহমান ঐতিহ্যিক সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চেতনাসমূহকে অঙ্গীভূত করে নেয়া জরুরি। এই বিষয়টিকে সামনে রেখে বাংলাদেশের ৬৪ জেলার লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস সংশ্লিষ্ট জেলার লোকজ সংস্কৃতি অনুরাগীদের দিয়েই সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এটি একটি অত্যন্ত বিশাল এবং সুচিন্তিত কার্যক্রম। ইতোমধ্যে এই সিরিজের প্রায় সকল পুস্তকই প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে বঙ্গদেশে এই বিষয়ে এত বিশাল কাজ আর সম্পন্ন হয়নি। এই গ্রন্থমালার বইগুলো শুধু লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসই নয়, সেইসঙ্গে সামাজিক ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। ইতোপূর্বে বাংলাদেশে এ ধরনের কাজ আর হয়নি। তাই এই গ্রন্থমালার গুরুত্ব অনন্য সাধারণ বলে আমরা মনে করি।

বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান সংকলন

'বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান' হবে বাংলা ভাষার সর্ব সাম্প্রতিক শব্দমালার এক আধুনিক অভিধান। এই অভিধানটি সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন অভিধান বিশেষজ্ঞ জামিল চৌধুরী। বাংলা একাডেমির কর্মকর্তারাই এই অভিধানের শব্দ সংগ্রহ করেছেন। এই অভিধান সংকলনের কাজ এ মাসেই সমাপ্ত হবে।

খ্যাতনামা সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের জীবন ও কর্মবিষয়ক গ্রন্থ রচনা, তাঁদের রচনা সংগ্রহ এবং আঞ্চলিক ও জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন : বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের গবেষণা ও উৎকর্ষ সাধন ও সামাজিক ইতিহাস রচনার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে উপর্যুক্ত পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ : রণেশ দাশগুপ্ত রচনাবলি ২ খণ্ড, সত্যেন সেন রচনাবলি ৩ খণ্ড, প্লেটোর আইন-কানুন, ভাষা সংগ্রামী আবদুল মতিন (জীবনী), অধ্যাপক সালাহউদ্দীন আহমদ স্মারক গ্রন্থ, বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস (মুক্তিযুদ্ধ : চার পর্ব), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র Ugly Assian, অধ্যাপক ফকরুল আলমের Rabindranath Tagore and National Identity Formation in Bangladesh, মোকাম্মেল হোসেন ভূঁইয়া সম্পাদিত Studied in South Asian Heritage, হবীবুল্লাহ বাহারের হিং ও হালিম, লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, বাংলা একাডেমি ফোকলোর সংগ্রহমালা, বাংলা সন ও পঞ্জিকার ইতিহাসচর্চা এবং বৈজ্ঞানিক সংস্কার, কাজী মোতাহার হোসেন ও সমকালীন বাংলা প্রবন্ধ, বাংলা পরিভাষার সন্ধানে, Violated in 1971, Beond Boundaries : Critical essays on Rabindranath Tagore, আনিসুজ্জামানের Munier Chowdhury,প্রফেসর খান সারওয়ার মুর্শিদ সম্পাদিত New Values পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ লেখার সংকলন ইত্যাদি।

'ফোকলোর সামার স্কুল, ঢাকা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক ফোকলোর কর্মশালা : আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত 'ফোকলোর সামার স্কুল'-এর মতো বাংলা একাডেমির ফোকলোর গবেষণা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৭ থেকে ২৬ জুন ২০১৪ পর্যন্ত উচ্চতর ফোকলোর কর্মশালার (Folklore Summer School, Dhaka) আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফোকলোরের সর্বসাম্প্রতিক তত্ত্ব, পদ্ধতি এবং বিভিন্ন আঙ্গিকের (Paradigm) সঙ্গে বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চাকারীদের নিবিড় পরিচয় করিয়ে দেয়াই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিভিন্ন এনজিও, বেসরকারি চ্যানেল ও স্ব-উদ্যোগে যাঁরা ফোকলোর চর্চায় ব্যাপৃত আছেন তেমন ২২ জন প্রশিক্ষণার্থী এই উচ্চতর ফোকলোর কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মশালায় তোনিয়া, দক্ষিণ ভারত, পশ্চিমবাংলা এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞরাসহ মোট ১৪ জনকে প্রশিক্ষণ দান করেন। ফোকলোরের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন একটি ক্যাডার গড়ে তোলাই এই সামার স্কুলের লক্ষ্য।

বাংলা একাডেমি এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় গবেষণা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। একাডেমির প্রাঙ্গণ এবং সভাগৃহসমূহ লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের নিয়মিত আলোচনা সভা, সম্মেলন এবং আলাপচারিতায় গোটা দেশের মূল সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পরিণত হয়েছে। কলকাতার রবীন্দ্র সদন এবং ঢাকার বাংলা একাডেমি দুই বাংলার সাংস্কৃতিক তীর্থ ক্ষেত্র হিসেবে প্রায় প্রতিদিন প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে।

● লেখক : মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি